NOV. 27 2000

জাফর ইকবাল

প্রশাসনিক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠে

উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলার পুরো প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণকারী জনপ্রতিনিধি। যোগ্যতা, দক্ষতা এবং মেধা যাচাইয়ের ভিত্তিতে কেউ তাকে নিয়োগ প্রদান করে না। তিনি নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে। প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের দায় তাঁর কাঁধে বলেই আইন-শৃঙ্খলাসহ জনগোষ্ঠীর সমুদয় মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়গুলো ব্যবস্থাপনার দায়ও তার কাঁধেই। জনপ্রতিনিধিদের উপর প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে আগে ছিল না। জনসাধারণের সুবিধার কথা বিবেচনায় এনেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রায় বছর আগে। কিন্তু নতুন এই প্রক্রিয়া সহজভাবে মেনে নেয়ার ব্যাপারে বেধেছে গোলমাল।

গোলমালের মুখ্য কারণ হল, স্থানীয় প্রশাসনিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব সরকারি কর্মকর্তা কাজ করছেন তারা মেনে নিতে পারছেন না নতুন ব্যবস্থাপনাকে। দেশের স্বার্থেই যখন নতুন পদক্ষেপ নেয়া হল তখন তারা এটা মেনে নিতে কেন আপত্তি তুলছেন? প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, প্রশাসনের আশীর্বাদপুষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অধিকাংশই মনে করেন যে, রাজনৈতিকরা মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতায় তাদের সমকক্ষ নয়। দেশের সবচেয়ে চৌকস যুবকরা সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসেন সরকারি চাকরিতে। চাকরিতে যোগ দেয়ার পর তাদেরকে সুপিরিয়রিটি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে জনপ্রতিনিধিদের প্রাধান্যটা হজম করতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হয় এমন প্রতিপক্ষের যারা জনপ্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন শুধুই ভোটে জিতে।

ভোটে জিতে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে আসার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পৃথিবীর সব উন্নত জনপদে বিদ্যমান। সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের প্রতাপ নিয়ে লড়াই হয় না। কারণ ভোট যারা দেন তারা তাকেই ভোট দেন যার বুঝবার যোগ্যতা আছে কাকে দিয়ে কোন কাজে তিনি কতটা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া সেখানে যারা রাজনীতি করেন তাদেরও পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে একটা প্রস্তুতি থাকে প্রশাসন চালানোর। উন্নয়নশীল দেশে তা একেবারেই অনুপস্থিত এবং দক্ষিণ এশিয়াতে আমরাই প্রথম এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় উপজেলা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চালু করা হয়। জনগণ চাইলেও প্রশাসন তা চায়নি। যে কারণে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে গেছেন জনপ্রতিনিধিরা। পরিণতিতে একটা সময় কলমের কৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছে জনমত। প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়করণ প্রক্রিয়া জেনারেল এরশাদের পতনের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর। এই সমালোচনাকে যথার্থ বিবেচনায় এনেই পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকার উপজেলা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন।

উপজেলাভিত্তিক প্রশাসনের ভালমন্দ জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে পরবর্তীসময়ে এবং নতুন করে জনমত সৃষ্টি হয়েছে উপজেলা প্রশাসনিক কার্যক্রমের পক্ষে। এটাকে গুরুত্ব দিয়ে আবারও সরকার থানাগুলোকে উপজেলার মর্যাদা দিয়েছে। অনুমিত হচ্ছে খুবই সহসা আবারও উপজেলা নির্বাচন হবে। নির্বাচন হলে নিশ্চয়ই আবারও উপজেলা চেয়ারম্যানরা ক্ষমতায় আসবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের যে প্রস্তুতি নেয়াটা জরুরি ছিল তা-কি সম্পন্ন হয়েছে? জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রশাসন চালানোর প্রস্তুতিটা শুধুই অবকাঠামোগত প্রস্তুতি নয় এবং আইন করে অথবা বিধি বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয় নয়। জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাঝে যে মানসিক ব্যবধান রয়ে গেছে সেটা দূরীকরণের প্রস্তুতিটাই সবচেয়ে মুখ্য।

দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো হয়তোবা ভাবছে স্থানীয় প্রশাসনে যদি দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী বানিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়া যায় তাহলে স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে। দলের অবস্থান সুদৃঢ় হবে। কিন্তু এভাবে দল যে রসাতলেও যেতে পারে তা তো তাদের বুঝা উচিত জেনারেল এরশাদের পতন দেখেই। নির্বাচন আসবে, কেউ হারবেন কেউ জিতবেন। গণতন্ত্রের এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই দেশে অব্যাহত থাকবে এবং এভাবেই অগ্রসর হবে দেশ। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় আসা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিপর্যয় ঘটে প্রশাসনিক কাঠামোর তাহলে খেসারতটা দিতে হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আর প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের।

আমরা এখনও যে প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিজেদেরকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এই ব্যবস্থা আমাদের উপহার দিয়ে গেছে ইংরেজরা। ঔপনিবেশিক সেই শাসনে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই অবস্থানগত শ্রেষ্ঠত্বকে অবলম্বন হিসাবে নিয়ে তার প্রশাসনিক এলাকার অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। সেখানেও এসেছে পরিবর্তনের নতুন পরিস্থিতি। উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের সমুদয় অবস্থা যদি পর্যালোচায় আনা হয় তাহলে দেখা যাবে চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং কৃষিবিদসহ বেশ কিছু পেশাভিত্তিক কারিগরি কর্মকর্তা কাজ করছেন যারা দাফতরিক পদমর্যাদার দিক থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি বেতন পান কিংবা অবস্তানগত দিক থেকে অগ্রবর্তী। হয়তোবা প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এদের উপর অনবরত খবরদারি করতে হয় প্রশাসনিক প্রধানকেই প্রয়োজনকেও যথার্থ বিবেচনা করতে আপত্তি আসে, এগুলোও দূর করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

উপজেলা কিংবা জেলা যে-ই নিয়ন্ত্রণ করুন না কেন প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে এমন একটি ভারসাম্য গড়ে তুলতে হবে যাতে কারও সঙ্গে কারও বিরোধের অবকাশ না থাকে। প্রশাসন কাঠামোর সমন্বয়হীনতার চিত্র উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার উপায়ও সহজই হতো। এক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা পৌঁছে গেছে শীর্ষ পর্যায়ে, বিশেষ করে কেন্দ্রে। প্রশাসনিক কাঠামোর কর্তৃত্বের কাছে এখন যেন আর হার মানতে চাইছে না কারিগরি পেশার বিশেষজ্ঞরা। অনেক ক্ষেত্রেই কারিগরি পেশার কর্মকর্তাদের যোগ্যতাকে মেনে নিয়ে সচিব পর্যায়ের পদে কারিগরি পেশার লোকজনদের ঠাঁই করে দিতে হয়েছে সরকারকে। এটা মন্দ কিছু নয়, কিন্তু স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলেই প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিতর্ক হচ্ছে। এ ধরনের অযাচিত বিতর্কের প্রয়োজন কি? কারিগরি পেশার কোন যোগ্য ব্যক্তির যদি প্রশাসনের শীর্ষ পদে আরোহণ করার দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকে তাহলে তাকে দেশের স্বার্থেই সে সুযোগ দিতে হবে। তবে সুযোগ দেয়ার বেলায় এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ও কাঠামো তৈরি করে দিতে হবে যাতে অযাচিত বিতর্ক থেকে রেহাই পায় সরকার।

ইংরেজ আমল থেকেই আমাদের বিচার বিভাগকে একটি পৃথক অবয়বে আবৃত করে রাখা হয়েছে। আইনের নির্ধারিত গতিপথের বাইরে সমাজ সংসার নিয়ে পর্যাপ্ত চিন্তার অবকাশ ছিল বিচার বিভাগের সীমিত। সে অবস্থাটির পরিবর্তন ঘটেনি। সমাজের প্রয়োজন এবং মানুষের প্রত্যাশা আইনের যূপকাষ্ঠে উপেক্ষিত হতে শুরু করেছে। এতে এক অনিবার্য সংঘাতের সূচনা হতে চলেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তাবলীর সঙ্গে বিচার বিভাগের। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ার ফল সমাজে কি প্রতিফলন ঘটাবে ঠিক এই মুহূর্তে তা নিশ্চিত করে বলার উপায় না থাকলেও অন্তত এটুকু বলা চলে, বিতর্ক পরিহারের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে এবং বিচার বিভাগ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে নিপতিত হতে চলেছে। জাতীয় স্বার্থেই এটা কোন সুধী নাগরিকের প্রত্যাশিত নয়। বিচার বিভাগের ওপর রাজনৈতিক প্রশাসন প্রভাব বিস্তার করুক তা কারোই কাম্য নয় বটে কিন্তু জনস্বার্থের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনে বিচার বিভাগ যদি অনড় থাকে তাহলেই বিপদ অনিবার্য।

ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া প্রশাসনটি পাকিস্তানি শাসকদের কাছে যথার্থ মনে হয়েছিল, কারণ সামরিক শাসনের আদপ লেহাজ জনসাধারণকে গেলাতে হলে এর কোনই বিকল্প ছিল না। আমাদের স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে তাদের দেশ চালানোর জাম্পিং পিট হিসাবে ব্যবহার করে। স্বাধীনতার পর একটা সুযোগ এসেছিল পরিবর্তন ঘটানোর, কিন্তু পরিবেশ অনুকূলে ছিল না এবং রাজনীতিকরাও ছিলেন এ বিষয়ে অবচেতন। বিগত ১৯৭৫-এর পর সে সুযোগ তিরোহিত হয়। সামরিক শাসনকর্তারা সামরিক পোশাক ত্যাগ ক লেফট্যানেন্ট থেকে জেন নিয়মগুলো অবলম্বন সহজ পোশাক পরিবর্তন করে দেশ একই হিসাবে এখন আর জনসাধারণ প্রয়োজনে অনেক ১৯৯১-তে ক্ষমতায় আসা প্র গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার ধাক্কা সামলাতে দেয়ার সুযোগ দিতে পারেনি যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হ এভাবেই আগামী দি সরকারগুলোর সামনে প্রশ্ন আ প্রশাসনিক কাঠামোটি কেমন নেয়া হলে জনপ্রতিনিধিরা প্র ব্যাপারে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পরিবেশ গড়ে তোলা হলে একটি বিশেষজ্ঞরা প্রশাসনিক বি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসার সুযোগ প শীর্ষ পদ অধিকারে নেয়ার প্র জনস্বার্থে গৃহীত রাজনৈতিক সি বিভাগের উপেক্ষা থেকে রেহাই জাতীয় সংসদের সামনে এগুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিক বিষ প্রয়োজন দেশভিত্তিক প্রশাসনিক কে করবেন এই প্রশাসনিক সংস্কা যথার্থ যোগ্য বিশেষজ্ঞ আনলে বি অবসান ঘটবে? অবশ্যই নয় পরামর্শ নেয়ার বিষয়ে কেউ আপ কিন্তু এই কঠিন কাজটি সুষ্ঠুভা দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে রাজনীতিকদের যারা নীতিনি রয়েছেন এবং দেশের কথা দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতাকে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার বিষ কিংবা ব্যক্তি স্বার্থকে পরিহার করে একটি কথা আছে, বড় দলের ব নেতা নন অন্যদিকে অনেক জনসংযোগ প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা এ দুর্বলতার কারণে ভোটে জিতে প্র সুযোগ নিতে পারেন না। এ সব স্বার্থকে পরিহার করে জাতীয় করার বিষয়ে যদি বড় দলের ব না হন তাহলে বর্তমানের স একেবারেই দুরূহ কাজ। বর্তমানর রাজনীতি আপন অবস্থানের ঠিক আসনে অন্য কাউকে গ্রহণ করর করে দিতে পারেনি। অপরকে শ্রদ্ধ অন্যের যোগ্য মেধাকে ব্যবহার ক নমনীয়তা না আসা পর্যন্ত অবস্থা প করা অবান্তর।

প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত দেশট আমরা দেশ পেয়েছি লড়াই করে আমাদের গড়ে তুলতে হবে অনাগত জন্য। সুতরাং আমাদেরকে দো সা নিজ প্রয়োজন ও সংগতিকে অবলম্ব আমরা অনেক ব্যাপারেই ইতিমধ্যে অনুকরণীয় অধ্যায়ে নিজেদের নাম লিখা উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সেই উদার দৃ অগ্রসর হতে হবে। একমাত্র তাহলে হিসাবে আমরা আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত কর নিতে পারবো।

কে করবেন এই প্রশাসনিক সংস্কার? বিদেশ থেকে যথার্থ যোগ্য বিশেষজ্ঞ আনলে কি সব জটিলতার অবসান ঘটবে? অবশ্যই নয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়ার বিষয়ে কেউ আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু এই কঠিন কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে দেশে বিজ্ঞ রাজনীতিকদের যারা নীতিনির্ধারণী দায়িত্বে রয়েছেন

জাফর ইকবাল : মুক্তিযোদ্ধা, ব্যাংক ক